বীরবাণী।

স্বামী বিবেকানন্দ

বিরচিত।

কলিকাতা বিবেকানন্দ সোসাইটী

দ্বারা প্রকাশিত।

সন ১৩২১

ভূমিকা।

সাধারণের নিকট প্রকাশ যে স্বামী বিবেকানন্দ একজন বিদ্বান, বহুদর্শী, অদ্বিতীয় বক্তা, দেশহিতৈষী, স্বার্থত্যাগী, সমাধিযুক্ত সন্ন্যাসী। কিন্তু তিনি যে একজন উচ্চশ্রেণীর কবি ছিলেন, এবং তাঁহার হৃদয়কেন্দ্রস্থিত স্বদেশানুরাগই যে তাঁহার কবিত্বের উদ্বোধনী শক্তি সে পরিচয় বীরবাণীর কবিতা গুলিতে পাওয়া যায়। বীরবাণীর দ্বিতীয় মুদ্রাঙ্কণের প্রয়োজন দেখিয়া বুঝা যায় যে স্বামীজির সেই ভাবটী ধীরে ধীরে সাধারণের হৃদয়ঙ্গম হইতেছে।

কলিকাতা
সন ১৩১২

বিবেকানন্দ সোসাইটী

শ্রীরামকৃষ্ণস্তোত্রাণি।

(১)

ওঁ-হ্রীং ঋতং ত্বমচলো গুণজিৎ গুণেড্যঃ।

ন-ক্তন্দিবং সকরুণং তব পাদপদ্মম্।

মো-হঙ্কষং বহুকৃতং ন ভজে যতোঽহং।

তস্মাত্ত্বমেব শরণং মম দীনবন্ধো! ১ ॥

ভ-ক্তিং ভগশ্চ ভজনং ভবভেদকারি।

গ-চ্ছন্ত্যলং সুবিপুলং গমনায় তত্ত্বং।

ব-ক্ত্রোদ্ধৃতোঽপি হৃদয়ে ন মে ভাতি কিঞ্চিৎ।

তস্মাত্ত্বমেব শরণং মম দীনবন্ধো! ২ ॥

তে-জস্তরন্তি তরসা ত্বয়ি তৃপ্ততৃষ্ণাঃ।

রা-গে কৃতে ঋতপথে ত্বয়ি রামকৃষ্ণে।

ম-র্ত্যামৃতং তব পদং মরণোর্ম্মিনাশং।

তস্মাত্ত্বমেব শরণং মম দীনবন্ধো! ৩ ॥

কৃ-ত্যং করোতি কলুষং কুহকান্তকারি।

ষ্ণা-ন্তং শিবং সুবিমলং তব নাম নাথ।

য-স্মাদহং অশরণো জগদেকগম্য।

তস্মাত্ত্বমেব শরণং মম দীনবন্ধো। ৪ ॥

---

(২)

আচণ্ডালাপ্রতিহতরয়ঃ যস্য প্রেমপ্রবাহঃ
লোকাতীতোঽপ্যহহ ন জহৌ লোককল্যাণমার্গম্।
ত্রৈলোক্যেঽপ্যপ্রতিমমহিমা জানকীপ্রাণবন্ধঃ
ভক্ত্যা জ্ঞানং বৃতবরবপুঃ সীতয়া যো হি রামঃ ॥
স্তব্ধীকৃত্বা প্রলয়কলিতম্বাহবোত্থং মহান্তম্
হিত্বা দূরং প্রকৃতিসহজামন্ধতামিস্রমিশ্রাম্।
গীতং শান্তং মধুরমপি যঃ সিংহনাদং জগর্জ
সোঽয়ং জাতঃ প্রথিতপুরুষঃ রামকৃষ্ণস্ত্বিদানীম্ ॥

---

(৩)

নরদেব দেব জয় জয় নরদেব

শক্তিসমুদ্রসমুত্থতরঙ্গং
দর্শিতপ্রেমবিজৃম্ভিতরঙ্গং
সংশয়রাক্ষসনাশমহাস্ত্রং
যামি গুরুং শরণং ভববৈদ্যং

নরদেব দেব জয় জয় নরদেব ॥

অদ্বয়ব্রহ্মসমাহিতচিত্তং
প্রোজ্জ্বলভক্তিপটাবৃতবৃত্তং
কর্ম্মকলেবরমদ্ভুতচেষ্টং
যামি গুরুং শরণং ভববৈদ্যং

নরদেব দেব জয় জয় নরদেব ॥

শিবস্তোত্রম্।

ওঁ নমঃ শিবায়।

নিখিলভুবনজন্মস্থেমভঙ্গপ্ররোহাঃ
অকলিতমহিমানঃ কল্পিতা যত্র তস্মিন্।
সুবিমলগগনাভে ঈশসংস্থেঽপ্যনীশে
মম ভবতু ভবেঽস্মিন্ ভাসুরো ভাববন্ধঃ॥

নিহতনিখিলমোহেঽধীশতা যত্র রূঢ়া
প্রকটিতপরমপ্রেম্না মহাদেবসংজ্ঞঃ।
অশিথিলপরিরম্ভঃ প্রেমরূপস্য যস্য
হৃদি প্রণয়তি বিশ্বং ব্যাজমাত্রং বিভুত্বম্॥

বহতি বিপুলবাতঃ পূর্ব্বসংস্কাররূপঃ
প্রমথতি বলবৃন্দং ঘূর্ণিতেবোর্ম্মিমালা।
প্রচলতি খলু যুগ্মং যুষ্মদস্মৎপ্রতীতম্
অতিবিকলিতরূপং নৌমি চিত্তং শিবস্থম্॥

জনকজনিতভাবো বৃত্তয়ঃ সংস্কৃতাশ্চ
অগণনবহুরূপো যত্র একো যথার্থঃ।
শমিতবিকৃতিবাতে যত্র নান্তর্বহিশ্চ
তমহহ হরমীড়ে চিত্তবৃত্তের্নিরোধম্॥

গলিততিমিরমালঃ শুভ্রতেজঃপ্রকাশঃ
ধবলকমলশোভঃ জ্ঞানপুঞ্জাট্টহাসঃ।
যমিজনহৃদিগম্যঃ নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ
প্রণতমবতু মাং সঃ মানসো রাজহংসঃ॥

দুরিতদলনদক্ষং দক্ষজাদত্তদোষং
কলিতকলকলঙ্কং কম্রকহ্লারকান্তম্।
পরহিতকরণায় প্রাণবিচ্ছেদস্থৎকং
নতনয়ননিযুক্তং নীলকণ্ঠং নমামঃ॥

অম্বা-স্তোত্রম্।

কা ত্বং শুভে শিবকরে সুখদুঃখহস্তে
আঘূর্ণিতং ভবজলং প্রবলোর্ম্মিভঙ্গৈঃ।
শান্তিং বিধাতুমিহ কিং বহুধা বিভগ্নাম্
মাতঃ প্রযত্নপরমাসি সদৈব বিশ্বে॥

সম্পাদয়ন্নবিরতং অবিরামবৃত্তা
যা বৈ স্থিতা কৃতফলং অকৃতস্য নেত্রী।
সা মে ভবত্বনুদিনং বরদা ভবানী
জানাম্যহং ধ্রুবমিদং ধৃতকর্ম্মপাশা॥

কো বা ধর্ম্মঃ কিমকৃতং ক কাপাললেখঃ
কিম্বাদৃষ্টং ফলমিহাস্তি হি যদ্বিনা ভোঃ।
ইচ্ছাপাশৈর্নিয়মিতা নিয়মাঃ স্বতন্ত্রৈঃ
যস্যা নেত্রী ভবতু সা শরণং মমাদ্যা॥

সন্তানয়ন্তি জলধিং জনিমৃত্যুজালং
সম্ভাবয়ন্ত্যবিকৃতং বিকৃতং বিভগ্নম্।
যস্যা বিভূতয় ইহামিতশক্তিপালাঃ
নাশ্রিত্য তাং বদ কুতঃ শরণং ব্রজামঃ॥

মিত্রে শত্রৌ অবিষমং তব পদ্মনেত্রম্
স্বস্থে দুঃস্থে ত্ববিতথং তব হস্তপাতঃ।
মৃত্যুচ্ছায়া তব দয়া অমৃতঞ্চ মাতঃ
মা মাং মুঞ্চন্তু পরমে শুভদৃষ্টয়স্তে ॥

কাম্বা সর্ব্বা ক গৃণনং মম হীনবুদ্ধেঃ
ধর্ত্তুং দোর্ভ্যামিব মতির্জগদেকধাত্রীম্।
শ্রীসঞ্চিন্ত্যং সুচরণং অভয়প্রতিষ্ঠম্
সেবাসারৈরভিনুতং শরণং প্রপদ্যে ॥

যা মামাজন্ম বিনয়ত্যতিদুঃখমার্গৈঃ
আসংসিদ্ধেঃ স্বকলিতৈর্ললিতৈর্বিলাসৈঃ
যা মে বুদ্ধিং, সুবিদধে সততং ধরণ্যাং
সাম্বা সর্ব্বা মম গতিঃ সফলেঽফলে বা ॥

শ্রীরামকৃষ্ণ আরাত্রিক।

মিশ্র—চৌতাল।

খণ্ডন-ভব-বন্ধন, জগ-বন্দন, বন্দি তোমায়। (১)
নিরঞ্জন, নররূপধর নির্গুণ গুণময় ॥
মোচন অঘদূষণ জগভূষণ চিদ্‌ঘনকায়।
জ্ঞানাঞ্জন-বিমল-নয়ন, বীক্ষণে মোহ যায় ॥

---

(১) পূর্ব্বে গানটি নিম্নলিখিত ভাবে রচিত হইয়াছিল; কিন্তু সুরের বিভিন্নতা জন্য সাধারণ গায়কের পক্ষে গীতটি কঠিন হইয়া উঠে। সেই জন্য স্বামীজি পরে উহার পরিবর্ত্তন করেন।

ভাস্বর ভাব-সাগর চির উন্মদ প্রেম পাথার।
ভক্তার্জ্জন যুগল চরণ তারণ ভব-পার॥
জৃম্ভিত যুগ ঈশ্বর জগদীশ্বর যোগ সহায়।
নিরোধন সমাহিত মন নিরখি তব কৃপায়॥
ভঞ্জন দুঃখ গঞ্জন করুণাঘন কর্ম্ম কঠোর।
প্রাণার্পণ জগত তারণ কৃন্তন কলিডোর॥
বঞ্চন কামকাঞ্চন অতিনিন্দিত ইন্দ্রিয় রাগ।
ত্যাগীশ্বর হে নরবর দেহ পদে অনুরাগ॥
নির্ভয় গতসংশয়, দৃঢ়নিশ্চয়মানসবান্।
নিষ্কারণ ভকত শরণ ত্যজি জাতি কুলমান॥
সম্পদ তব শ্রীপদ ভব গোষ্পদ-বারি যথায়।
প্রেমার্পণ সমদরশন জগজন দুঃখ যায়॥

শিব সঙ্গীত।

কর্ণাটি—একতাল।

তাথেইয়া তাথেইয়া নাচে ভোলা,
বোম্ বব বাজে গাল।
ডিমি ডিমি ডিমি ডমরু বাজে দুলিছে কপাল মাল।
গরজে গঙ্গা জটামাঝে, উগরে অনল ত্রিশূল রাজে,
ধক্ ধক্ ধক্ মৌলিবন্ধ জ্বলে শশাঙ্কভাল।

২য় লাইন————নমো নমো প্রভু বাক্য মনাতীত
মনবচনৈকাধার,
জ্যোতির জ্যোতি উজল হৃদিকন্দর
তুমি তমভঞ্জনহার।
ধে ধে ধে লঙ্গ রঙ্গ ভঙ্গ, বাজে অঙ্গ সঙ্গ মৃদঙ্গ,
গাইছে ছন্দ ভকতবৃন্দ, আরতি তোমার।
আপাততঃ এই পর্য্যন্ত পাওয়া গেল।

শ্রীকৃষ্ণ সঙ্গীত।

মুলতান—ঢিমা তৃতালী।

মুঝে বারি বনয়ারী সেঁইয়া
যানেকো দে।
যানেকো দেরে সেঁইয়া
যানেকো দে (আজু ভালা)
মেরা বনয়ারী, বাঁদি তুহারি
ছোড়ে চতুরারি সেঁইয়া
যানেকো দে (আজু ভালা)
(মোরে সেঁইয়া)
যমুনাকি নীরে, ভরোঁ গাগরিয়া
জোরে কহত সেঁইয়া
যানেকো দে।

খাম্বাজ—চৌতাল।

এক, রূপ-অরূপ-নাম-বরণ-অতীত-আগামী-কাল-হীন
দেশহীন সর্ব্বহীন নেতি নেতি বিরাম যথায়॥ (১)
সেথা হতে বহে কারণ ধারা,
ধরিয়ে বাসনা বেশ উজালা,

(১) তিনি এক, তিনি সাকার নিরাকারের পার, নামবর্ণহীন, কালত্রয়ের অতীত, তিনি দেশের অতীত, তিনি সর্ব্বভাবের অতীত, 'নেতি' 'নেতি' করিয়া যাইতে যাইতে যেখানে অবাক্ হইয়া বিরামলাভ করিতে হয়, তিনি তাহাই।

গরজি গরজি উঠে তার বারি,
অহমহমিতি সর্ব্বক্ষণ॥
সে অপার ইচ্ছা সাগর মাঝে,
অযুত অনন্ত তরঙ্গ রাজে,
কতই রূপ কতই শকতি,
কত গতি স্থিতি কে করে গণন॥
কোটি চন্দ্র কোটি তপন
লভিয়ে সেই সাগরে জনম
মহাঘোর রোলে ছাইল গগন
করি দশদিক জ্যোতিঃ মগন॥
তাহে ওঠে কত জড় জীব প্রাণী
জরা ব্যাধি দুঃখ জনম মরণ,
সেই সূর্য্য তারি কিরণ, যেই সূর্য্য সেই কিরণ॥

প্রলয় বা গভীর সমাধি।

বাগেশ্রী—আড়া।

নাহি সূর্য্য নাহি জ্যোতিঃ নাহি শশাঙ্ক সুন্দর।
ভাসে ব্যোমে ছায়াসম ছবি বিশ্ব চরাচর॥
অস্ফুট মন আকাশে, জগত সংসার ভাসে,
ওঠে ভাসে ডোবে পুনঃ অহং স্রোতে নিরন্তর॥
ধীরে ধীরে ছায়াদল, মহালয়ে প্রবেশিল,
বহে মাত্র আমি আমি এই ধারা অনুক্ষণ॥
সে ধারাও বন্ধ হল, শূন্যে শূন্য মিলাইল,
অবাঙ্‌মনসোগোচরম্ বোঝে প্রাণ বোঝে যার॥

সখার প্রতি।

আঁধারে আলোক-অনুভব, দুঃখে সুখ, রোগে স্বাস্থ্যভান ;
প্রাণ-সাক্ষী শিশুর ক্রন্দন, (১) হেথা সুখ ইচ্ছ' মতিমান ?
দ্বন্দ্বযুদ্ধ চলে অনিবার, পিতা পুত্রে নাহি দেয় স্থান ;
'স্বার্থ,' 'স্বার্থ' সদা এই রব, হেথা কোথা শান্তির আকার ?
সাক্ষাৎ—নরক-স্বর্গময়, (২)—কেবা পারে ছাড়িতে সংসার ?
কর্ম্ম-পাশ গলে বাঁধা যার—ক্রীতদাস বল কোথা যায় ?
যোগ-ভোগ, গৃহস্থ সন্ন্যাস, জপতপ ধন উপার্জ্জন,
ব্রত ত্যাগ তপস্যা কঠোর, সব মর্ম্ম দেখেছি এবার ;
জেনেছি সুখের নাহি লেশ, শরীর ধারণ বিড়ম্বন ;
যত উচ্চ তোমার হৃদয়, তত দুঃখ জানিহ নিশ্চয়।
হৃদিবান নিঃস্বার্থ প্রেমিক ! এ জগতে নাহি তব স্থান ;
লৌহপিণ্ড সহে যে আঘাত, মর্ম্মর-মূরতি তাকি সয় ?
হও জড়প্রায় অতিনীচ, মুখে মধু, অন্তরে গরল—
সত্যহীন স্বার্থপরায়ণ, তবে পাবে এ সংসারে স্থান।
বিদ্যাহেতু করি প্রাণপণ, অর্দ্ধেক করেছি আয়ুক্ষয়—
প্রেমহেতু উন্মাদের মত, প্রাণহীন ধরেছি ছায়ায় ;
ধর্ম্মতরে করি কতমত, গঙ্গাতীর শ্মশান আলয় ;
নদীতীর পর্ব্বতগহ্বর, ভিক্ষাশনে কতকাল যায়।

---

(১) যেখানে ক্রন্দনটাই শিশুর জীবনের অস্তিত্বের প্রমাণ স্বরূপ, সেখানে বুদ্ধিমান্ কখনও সুখ প্রত্যাশা করেন না। এই সংসার মায়ার রাজ্য কি না, তাই সমস্ত বিপরীত দেখি—যথা দুঃখে সুখ অনুভব ইত্যাদি। এখানে মন্দ বস্তুকে ভাল বলিয়া বোধ হয়।

(২) নরক, কদর্য্য স্থান, দুঃখের আলয় হইলেও, তাহা স্বর্গ, সুন্দর স্থান, আনন্দভূমি বলিয়া বোধ হয়। সেই একই ভাব,—'দুঃখে সুখ' ইত্যাদি।

অসহায় ছিন্নবাস ধরে, দ্বারে দ্বারে উদর পূরণ—
ভগ্নদেহ তপস্যার ভারে, কি ধন করিনু উপার্জ্জন ?
শোন বলি মরমের কথা, জেনেছি জীবনে সত্য সার—
তরঙ্গ আকুল ভবঘোর, একতরি করে পারাপার—
—মন্ত্র, তন্ত্র, প্রাণ-নিয়মন, মতামত, দর্শন বিজ্ঞান,
ত্যাগ-ভোগ বুদ্ধির বিভ্রম, 'প্রেম' 'প্রেম,'—এই মাত্র ধন।
জীব, ব্রহ্ম, মানব, ঈশ্বর, ভূত প্রেত আদি দেবগণ,
পশু-পক্ষী, কীট, অণুকীট, এই প্রেম হৃদয়ে সবার।
'দেব,' 'দেব' বল আর কেবা ? কেবা বল সবারে চালায় ?
পুত্র-তরে মায়ে দেয় প্রাণ, দস্যু হয়ে ! প্রেমের প্রেরণ !!
হয়ে বাক্য মন অগোচর, সুখ দুঃখে তিনি অধিষ্ঠান,
মহাশক্তি কালী মৃত্যুরূপা, মাতৃভাবে তাঁরি আগমন।
রোগ, শোক, দারিদ্র-যাতনা, ধর্ম্মাধর্ম্ম, শুভাশুভ ফল,
সব ভাবে তাঁরি উপাসনা, জীবে বল কেবা কিবা করে ?
ভ্রান্ত সেই যেবা সুখ চায়, দুঃখ চায় উন্মাদ সে জন—
মৃত্যু মাঙ্গে সেও যে পাগল, অমৃতত্ব বৃথা আকিঞ্চন।
যতদূর যতদূর যাও, বুদ্ধিরথে করি আরোহণ,
এই সেই সংসার জলধি, দুঃখ সুখ করে আবর্ত্তন।
পক্ষহীন শোন বিহঙ্গম, এ যে নহে পথ পালাবার—
বারম্বার পাইছ আঘাত, কেন কর বৃথায় উদ্যম ?
ছাড় বিদ্যা জপ যজ্ঞ বল, স্বার্থহীন প্রেম যে সম্বল;
দেখ, শিক্ষা দেয় পতঙ্গম—অগ্নি শিখা করি আলিঙ্গন।
রূপমুগ্ধ অন্ধ কীটাধম, প্রেমমত্ত তোমার হৃদয় ;
হে প্রেমিক, স্বার্থ-মলিনতা অগ্নিকুণ্ডে কর বিসর্জ্জন।
ভিক্ষুকের কবে বল সুখ ? কৃপাপাত্র হয়ে কিবা ফল ?

দাও আর ফিরে নাহি চাও, থাকে যদি হৃদয়ে সম্বল।
অনন্তের তুমি অধিকারী, প্রেমসিন্ধু হৃদে বিদ্যমান,
"দাও, দাও", যেবা ফিরে চায়, তার সিন্ধু বিন্দু হয়ে যান
ব্রহ্ম হতে কীট-পরমাণু, সর্ব্বভূতে সেই প্রেমময়,
মন প্রাণ শরীর অর্পণ, কর সখে, এ সবার পায়।
বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর ?
জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।

"নাচুক তাহাতে শ্যামা"।

ফুল্ল ফুল, সৌরভে আকুল, মত্ত অলিকুল গুঞ্জরিছে আশে পাশে
শুভ্র শশী যেন হাসি রাশি, যত স্বর্গবাসী বিতরিছে ধরাবাসে॥
মৃদুমন্দ মলয় পবন, যার পরশন, স্মৃতিপট দেয় খুলে।
নদী, নদ, সরসী হিল্লোল, ভ্রমর চঞ্চল, কত বা কমল দোলে॥
ফেনময়ী, ঝরে নির্ঝরিণী, তানতরঙ্গিনী, গুহা দেয় প্রতিধ্বনি।
স্বরময় পতত্রিনিচয়, লুকায়ে পাতায়, শুনায় সোহাগবাণী॥
চিত্রকর, তরুণ ভাস্কর, স্বর্ণ তুলিকর, ছোঁয় মাত্র ধরাপটে।
বর্ণখেলা ধরাতল ছায়, রাগ পরিচয়, ভাব রাশি জেগে ওঠে॥

মেঘমন্দ্র কুলিশ নিস্বন, মহারণ, ভুলোক দ্যুলোক ব্যাপী।
অন্ধকার উগরে আঁধার, হুহুঙ্কার শ্বসিছে প্রলয় বায়ু॥
ঝলকি ঝলকি তাহে তায়, রক্তকায় করাল বিজলি জ্বালা।
ফেনময়, গর্জ্জি মহাকায়, ঊর্ম্মি ধায়, লঙ্ঘিতে পর্ব্বত চূড়া॥
ঘোষে ভীম গম্ভীর ভূতল, টলমল রসাতল যায় ধরা।
পৃথ্বীচ্ছেদি উঠিছে অনল, মহাচল চূর্ণ হয়ে যায় বেগে॥

শোভাময় মন্দির আলয়, হ্রদে নীলপদ্ম, তাহে কুবলয় শ্রেণী।
দ্রাক্ষাফল-হৃদয়-রুধির, (১) ফেনশুভ্রশির, বলে মৃদু মৃদু বাণী॥
শ্রুতিপথে বীণার ঝঙ্কার, বাসনা বিস্তার, রাগ তাল মান লয়ে।
কতমত ব্রজের উচ্ছ্বাস গোপী তপ্তশ্বাস, অশ্রুরাশি পড়ে বয়ে॥
বিম্বফল যুবতী অধর, ভাবের সাগর নীলোৎপল দুটি আঁখি।
দুটি কর, বাঞ্ছা অগ্রসর প্রেমের পিঞ্জর তাহে বাঁধা প্রাণ পাখ॥

ডাকে ভেরী, বাজে ঝরর্ ঝরর্ দামামা নকাড়, বীর দাপে কাঁপে ধরা।
ঘোষে তোপ বব-বব-বম, বব-বব-বম, বন্দুকের কড়কড়া॥
ধূমে ধূম ভীম রণস্থল, গরজি অনল বমে শত জ্বালামুখী।
ফাটে গোলা লাগে বুকে গায়, কোথা উড়ে যায়, আসোয়ার ঘোড়া হাতি॥
পৃথ্বীতল কাঁপে থর থর, লক্ষ অশ্ববর পৃষ্ঠে বীর ঝাঁকে রণে।
ভেদি ধূম গোলা বরিষণ, গুলি স্বন্ স্বন্, শত্রুতোপ আনে ছিনে॥
আগে যায় বীর্য্য পরিচয়, পতাকানিচয় দণ্ডে ঝরে রক্ত ধারা।
সঙ্গে সঙ্গে পদাতিক দল, বন্দুক প্রবল, বীরমদে মাতোয়ারা॥
ঐ পড়ে বীর ধ্বজাধারী, অন্য বীর তারি ধ্বজা লয়ে আগে চলে।
তলে তার ঢের হয়ে যায় মৃত বীরকায়, তবু পিছে নাহি টলে॥

দেহ চায় সুখের সঙ্গম, চিত্ত বিহঙ্গম সঙ্গীত সুধার ধার।
মন চায় হাসির হিন্দোল, প্রাণ সদা লোল, যাইতে দুঃখের পার॥
ছাড়ি হিম শশাঙ্কচ্ছটায়, কেবা বল চায়, মধ্যাহ্ন তপন জ্বালা।
প্রাণ যার চণ্ড দিবাকর, স্নিগ্ধ শশধর, সেও তবু লাগে ভালো॥

---

(১) মদ। দ্রাক্ষাফলের রস (হৃদয়-রুধির) হইতে মদ প্রস্তুত হয়; উহা গ্লাসে ঢালিলেই উপরটা সাদা ফেনাযুক্ত হয় ও মৃদু মৃদু শব্দ করে।

সুখ তরে সবাই কাতর, কেবা সে পামর দুঃখে যার ভালবাসা।
সুখে দুঃখ অমৃতে গরল, কণ্ঠে হলাহল, তবু নাহি ছাড়ে আশা॥
রুদ্রমুখে সবাই ডরায়, কেহ নাহি চায় মৃত্যুরূপা এলোকেশী।
উষ্ণ ধার, রুধির উদ্গার, ভীম তরবার খসাইয়ে দেয় বাঁশী॥
সত্য তুমি মৃত্যুরূপা কালী, সুখবনমালী তোমার মায়ার ছায়া।
করালিনি কর মর্ম্মচ্ছেদ, হোক মায়াভেদ, সুখস্বপ্ন দেহে দয়া॥
মুণ্ডমালা পরায়ে তোমায় ভয়ে ফিরে চায় নাম দেয় দয়াময়ী।
প্রাণ কাঁপে, ভীম অট্টহাস নগ্ন দিক্‌বাস, বলে মা দানবজয়ী॥
মুখে বলে দেখিবে তোমায়, আসিলে সময়, কোথা যায় কেবা জানে।
মৃত্যু তুমি, রোগ, মহামারী বিষকুম্ভ ভরি বিতরিছ জনে জনে॥
রে উন্মাদ, আপনা ভুলাও, ফিরে নাহি চাও, পাছে দেখ ভয়ঙ্করা।
দুঃখ চাও, সুখ হবে বলে, ভক্তি পূজাছলে স্বার্থ-সিদ্ধি মনে ভরা।
ছাগকণ্ঠ রুধিরের ধার, ভয়ের সঞ্চার, দেখে তোর হিয়া কাঁপে।
কাপুরুষ! দয়ার আধার! ধন্য ব্যবহার! মর্ম্ম কথা বলি কাকে?
ভাঙ্গ বীণা প্রেমসুধাপান, মহা আকর্ষণ, দূর কর নারীমায়া।
আগুয়ান, সিন্ধুরোলে গান, অশ্রুজলপান, প্রাণপণ যাক্ কায়া॥
জাগো বীর, ঘুচায়ে স্বপন, শিয়রে শমন, ভয় কি তোমার সাজে?
দুঃখভার, এ ভবঈশ্বর, মন্দির তাঁহার, প্রেতভূমি চিতা মাঝে॥
পূজা তাঁর সংগ্রাম অপার, সদা পরাজয়, তাহা না ডরাক তোমা॥
চূর্ণ হোক্ স্বার্থ, সাধ, মান, হৃদয় শ্মশান, নাচুক তাহাতে শ্যামা॥

'গাই গীত শুনাতে তোমায়।'

গাই গীত শুনাতে তোমায়,
ভাল মন্দ নাহি গণি,
নাহি গণি লোকনিন্দা যশ কথা।
দাস তোমা দোঁহাকার,
সশক্তিক নমি তব পদে।
আছ তুমি পিছে দাঁড়াইয়ে,
তাই ফিরে দেখি তব হাসিমুখ।
ফিরে ফিরে গাই, কারে না ডরাই,
জন্মমৃত্যু মোর পদতলে।
দাস তব জনমে জনমে দয়ানিধে;
তব গতি নাহি জানি।
মম গতি—তাহাও না জানি।
কেবা চায় জানিবারে?
ভুক্তি মুক্তি ভক্তি আদি যত,
জপতপ সাধন ভজন,
আজ্ঞা তব দিয়াছি তাড়ায়ে;
আছে মাত্র জানাজানি আশ,
তাও প্রভু কর পার।
চক্ষু দেখে অখিল জগৎ,
না চাহে দেখিতে আপনায়,
কেন বা দেখিবে?
দেখে নিজরূপ দেখিলে পরের মুখ।
তুমি আঁখি মম, তব রূপ সর্ব্বঘটে।

ছেলে খেলা করি তব সনে,
কভু ক্রোধ করি তোমা পরে,
যেতে চাই দূরে পলাইয়ে ;
শিয়রে দাঁড়ায়ে তুমি রেতে,
নির্ব্বাক্ আনন, ছল ছল আঁখি,
চাহ মম মুখপানে।
অমনি যে ফিরি, তব পায় ধরি,
কিন্তু ক্ষমা নাহি মাগি।
তুমি নাহি কর রোষ।
পুত্র তব, অন্য কে সহিবে প্রগল্ভতা ?
প্রভু তুমি, প্রাণসখা তুমি মোর।
কভু দেখি আমি তুমি, তুমি আমি।
বাণী তুমি, বীণাপাণি কণ্ঠে মোর,
তরঙ্গে তোমার ভেসে যায় নরনারী।
সিন্ধুরোলে তব হুহুঙ্কার,
চন্দ্র স্বর্য্যে তোমার বচন,
মৃদুমন্দ পবন—আলাপ,
এ সকল সত্য কথা।
কিন্তু মানি অতি স্থূল ভাব,
তত্ত্বজ্ঞের এ নহে বারতা।

সূর্য্যচন্দ্র চল গ্রহ তারা,
কোটি কোটি মণ্ডলীনিবাস
ধূমকেতু বিজলি আভাস,
সুবিস্তৃত অনন্ত আকাশ মন দেখে।

কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ আদি,
ভঙ্গ যথা তরঙ্গ লীলার
বিদ্যা অবিদ্যার ঘর,
জন্ম জরা জীবন মরণ,
সুখ দুখ দ্বন্দ্ব ভরা
কেন্দ্র যার অহমহমিতি,
ভুজদ্বয়—বাহির অন্তর,
আসমুদ্র আসূর্য্যচন্দ্রমা,
আতারক অনন্ত আকাশ,
মন বুদ্ধি চিত্ত অহঙ্কার,
দেব যক্ষ মানব দানব,
পশুপক্ষী কৃমি কীটগণ,
অণুক দ্ব্যণুক জড়জীব,
সেই সমক্ষেত্রে অবস্থিত।
স্থূল অতি এ বাহ্য বিকাশ,
কেশ যথা শিরঃপরে।

মেরুতটে হিমানী পর্ব্বত,
যোজন যোজন সে বিস্তার ;
অভ্রভেদী নিরভ্র আকাশে
শত উঠে চূড়া তার।
ঝকমকি জ্বলে হিমশিলা
শত শত বিজলি প্রকাশ।
উত্তর অয়নে বিবস্বান্
একীভূত সহস্র কিরণ

কোটি বজ্র সম করধারা
ঢালে যবে তাহার উপর,
শৃঙ্গে শৃঙ্গে মূর্চ্ছিত ভাস্কর,
গলে চূড়া শিখর গহ্বর
বিকট নিনাদে খসে পড়ে গিরিবর
স্বপ্নসম জলে জল যায় মিলে।
সর্ব্ব বৃত্তি মনের যখন
একীভূত তোমার কৃপায়,
কোটিসূর্য্য অতীত প্রকাশ,
চিৎসূর্য্য হয় হে বিকাশ,
গলে যায় রবি শশী তারা,
আকাশ পাতাল তলাতল,
এ ব্রহ্মাণ্ড গোষ্পদ সমান।
বাহ্যভূমি অতীত গমন,
শান্ত ধাতু, মন আস্ফালন নাহি করে,
শ্লথ হৃদয়ের তন্ত্রী যত,
খুলে যায় সকল বন্ধন,
মায়ামোহ হয় দূর,
বাজে তথা অনাহত ধ্বনি তব বাণী ;
শুনি সসম্ভ্রমে, দাস তব প্রস্তুত সতত
সাধিতে তোমার কায।

"আমি বর্ত্তমান।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড গ্রাসি যবে
প্রলয়ের কালে

জ্ঞান জ্ঞেয় জ্ঞাতা লয়,
অলক্ষণ অতর্ক্য জগৎ,
নাহি থাকে রবি শশী তারা,
সে মহা নির্ব্বাণ, নাহি কর্ম্ম করণ কারণ,
মহা অন্ধকার ফেরে অন্ধকার বুকে,
আমি বর্ত্তমান।

"আমি বর্ত্তমান।
প্রলয়ের কালে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড গ্রাসি যবে
জ্ঞান জ্ঞেয় জ্ঞাতা লয়,
অলক্ষণ অতর্ক্য জগৎ,
নাহি থাকে রবি শশী তারা,
মহা অন্ধকার ফেরে অন্ধকায় বুকে,
ত্রিশূন্য জগৎ শান্ত সর্ব্বগুণভেদ,
একাকার সূক্ষ্মরূপ শুদ্ধ পরমাণুকায়,
আমি বর্ত্তমান।

"আমি হই বিকাশ আবার।
মম শক্তি প্রথম বিকার
আদি বাণী প্রণব ওঙ্কার
বাজে মহাশূন্য পথে,
অনন্ত আকাশ শোনে মহানাদ ধ্বনি,
ত্যজে নিদ্রা কারণ মণ্ডলী,
পায় নব প্রাণ অনন্ত অনন্ত পরমাণু;
ঝঞ্ঝাঝঞ্ঝ আবর্ত্ত উচ্ছ্বাস

চলে কেন্দ্র প্রতি দূর অতি দূর হতে ;
চেতন পবন তোলে উর্ম্মিমালা,
মহাভূত সিন্ধু পরে ;
পরমাণু আবর্ত্ত বিকাশ
আস্ফালন পতন উচ্ছ্বাস
মহাবেগে ধায় সে তরঙ্গরাজি।
অনন্ত অনন্ত খণ্ড তার
উৎসারিত প্রতিঘাত বলে,
ছোটে শূন্যপথে খগোলমণ্ডলীরূপে।
ধায় গ্রহ তারা,
ফেরে পৃথ্বী মনুষ্য আবাস।

"আমি আদি কবি,
মম শক্তি বিকাশরচনা,
জড়জীব আদি যত।
মম আজ্ঞা বলে
বহে ঝঞ্ঝা পৃথিবী উপর,
গর্জ্জে মেঘ অশনি নিনাদ;
মৃদুমন্দ মলয় পবন
আসে যায় নিশ্বাস প্রশ্বাসরূপে ;
ঢালে শশী হিম করধারা,
তরুলতা করে আচ্ছাদন ধরা বপু ;
তোলে মুখ শিশিরবর্জ্জিত
ফুল্লফুল রবি পানে।"

To

H. H. THE MAHARAJAH OF KHETRI

If the sun by the cloud is hidden, a bit,
If the welkin shows but gloom,
Still hold on yet a while, brave heart,
The victory is sure to come.

No winter was but summer came behind,
Each hollow crests the wave,
They push each other in light and shade ;
Be steady then and brave.

The duties of life are sore indeed,
And its pleasures fleeting vain,
The goal so shadowy seems and dim ;
Yet plod on through the dark, brave heart,
With all thy might and main.

Not a work will be lost, no struggle vain,
Though hopes be blighted powers gone
Of thy loins shall come the heirs to all,
Then hold on yet a while brave soul,
No good is e'er undone.

Though the good and the wise in life are few,
Yet theirs are the reins to lead,
The masses know but late the worth,
Heed none and gently guide.

With thee are those who see afar,
With thee is the Lord of might,
All blessings pour on thee, great soul,
To thee may all come right.

Ever yours in the Lord
Vivekananda

REQUIESCAT IN PACE. *

Speed forth, O soul, upon thy star-strewn path,
Speed, blissful one ! where thought is ever free.
Where time and sense no longer mist the view,
Eternal peace and blessings be on thee !

Thy service true, complete thy sacrifice,
Thy home, the heart of Love Transcendent find,
Remembrance sweet, that kills all space and time,
Like attar-roses, fill thy place behind !

Thy bonds are broke, thy quest in this is found,
And one with That which comes as Death and Life,
Thou helpful one ! unselfish e'er on Earth,
Ahead, still help with love this world of strife !

Song of the Sannyasin.

Wake up the note ! the song that had its birth
Far off, where worldly taint could never reach ;

---

* May he rest in peace.
On The Death Of J. J. Goodwin, an English disciple of Swamiji's.

In mountain caves, and glades of forest deep,
Whose calm no sigh for lust or wealth or fame
Could ever dare to break; where rolled the stream
Of knowledge, truth and bliss that follows both.
Sing high that note, Sannyasin bold; say,
"Om tat sat Om"!

Strike off thy fetters! Bonds that bind thee down,
Of shining gold, or darker, baser ore;
Love, hate—good, bad—and all the dual throng.
Know, slave is slave, caressed or whipped, not free,
For fetters though of gold, are not less strong to bind;
Then, off with them, Sannyasin bold! say,
"Om tat sat Om!"

Let darkness go! the wil-o'-the-wisp that leads
With blinking light to pile more gloom on gloom,
This thirst for life, for ever quench; it drags
From birth to death, and death to birth the soul.
He conquers all who conquers self. Know this
And never yield, Sannyasin bold! say,
"Om tat sat, Om"!

"Who sows must reap", they say, and "Cause must bring
The sure effect. Good, good; bad, bad; and none
Escape the law. But whoso wears a form
Must wear the chain." Too true; but far beyond
Both name and form is Atman ever free,
Know thou art That, Sannyasin bold! say,
"Om tat sat Om"!

They know no truth who dream such vacant dreams
As father, mother, children, wife and friend.
The sexless Self! whose father He? whose child?
Whose friend, whose foe is He who is but one?
The Self is all in all, none else exists;
And thou art That, Sannyasin bold! say,
"Om tat sat Om"!

There is but One—The Free—The Knower—Self!
Without a name, without a form, or stain.
In Him is Maya, dreaming all the dream.
The witness, He appears as nature, soul;
Know thou art That, Sannyasin bold! say
"Om tat sat Om"!

Where seekest thou? That freedom, friend, this world
Nor that can give. In books and temples
Vain thy search. Thine only is the hand that holds
The rope that drags thee on; then cease lament;
Let go thy hold, Sannyasin bold! say
"Om tat sat Om"!

Say peace to all. From me no danger be
To aught that lives. In these that dwell on high,
In those that lowly creep, I am the Self of all.
All life, both here and there, do I renounce,
All heavens, earths and hells, all hopes and fears.
Thus cut thy bonds, Sannyasin bold! say,
"Om tat sat Om"!

Heed then no more how body lives or goes,
Its task is done, Let Karma float it down;

Let one put garlands on, another kick
This frame : say naught. No praise or blame can be
Where praiser, praised, and blamer, blamed are one,
Thus be thou calm, Sannyasin bold ! say,
"Om tat sat Om"!

Truth never comes where lust and fame and greed
Of gain reside. No man who thinks of woman
As his wife can ever perfect be ;
Nor he who owns however little, nor he
Whom anger chains, can ever pass through Maya's gates,
So give these up, Sannyasin bold ! say,
"Om tat sat Om "!

Have thou no home. What home can hold thee, friend ?
The sky thy roof ; the grass thy bed ; and food,
What chance may bring, well cooked or ill, judge not.
No food or drink can taint that noble self
Which knows itself. The rolling river be
Thou ever, Sannyasin bold ! say,
"Om tat sat, Om !"

Few only know the truth, the rest will hate
And laugh at thee, great one ; but pay no heed.
Go thou, the free, from place to place, and help
Them out of darkness, Maya's veil, without
The fear of pain or search for pleasure, go
Beyond them both ; Sannyasin bold ! say,
'Om tat sat Om "!

Thus, day by day, till Karma's powers spent
Release the soul for ever. No more is birth,

Nor I or thou, nor God or man. The I
Became the All, the All is I and bliss,
Know thou art that, Sannyasin bold ! say,
"Om tat sat Om "! •

To The Awakened India.

Once more awake !
For sleep it was, not death, to bring thee life
Anew, and rest to lotus-eyes, for visions
Daring yet, The world in need awaits, O Truth !
No death for thee ;

Resume thy march,
With gentle feet that would not break the
Peaceful rest, even of the road-side dust
That lies so low. Yet strong and steady,
Blissful bold and free. Awakener, ever,
Forward ! Speak thy stirring words.

Thy home is gone,
Where loving hearts had brought thee up, and
Watched with joy thy growth. But Fate is strong
This the law—all things come back to the source
Their strength to renew.

Then start afresh,
Fom the land of thy birth, where vast cloud-belted,
Snows do bless and put their strength in thee,
For working wonders anew. The heavenly
River tunes thy voice to her own immortal song ;
Deodar shades give thee eternal peace.

And all above,
Himala's daughter Uma, gentle, pure,
The Mother that resides in all as power,
And Life, Who works all works, and
Makes of One the world, Whose mercy,
Opes the gate to truth and shows
The One in All, give thee untiring
Strength, which leads to Infinite Love.

They bless thee all,
The seers great whom age nor clime
Can claim their own, the fathers of the
Race, who felt the heart of Truth the same,
And bravely taught to man ill-voiced or
Well. Their servant, thou hast got
The Secret,—'tis but One.

Then speak, O Love !—
Before thy gentle voice serene behold how
Visions melt, and fold after fold of dreams
Departs to void, till Truth and Truth alone,
In all its glory shines.

And tell the world—
Awake, arise, dream no more !
This is the land of dreams, where Karma
Weaves unthreaded garlands with our thoughts,
Of flowers sweet or noxious,—and none
Has root or stem, being born in naught, which
The softest breath of Truth drives back to

Primal nothingness. Be bold and face
The Truth! Be one with it! Let visions cease,
Or, if you cannot, dream then truer dreams,
Which are Eternal Love and Service Free.

Angels Unawares.

I

One bending low with load—of life
That meant no joy, but suffering harsh and hard,—
And wending on his way through dark and dismal paths,
Without a flash of light from brain or heart
To give a moment's cheer,—till the line
That marks out pain from pleasure, death from life,
And good from what is evil, was well-nigh wiped fron sight—,
Saw, one blessed night, a faint but beautiful ray of light
Descend to him. He knew not what or wherefrom,
But called it God and worshipped.

Hope, an utter stranger came to him, and spread
Through all his parts, and life to him meant more
Than he could ever dream, and covered all he knew,
Nay, peeped beyond this world. The sages
Winked, and smiled, and called it "superstition".
But he did feel its power and peace
And gently answered back
"O blessed Superstition!"

II

One drunk with wine of wealth and power
And health to enjoy them both, whirled on

His maddening course,—till the earth (he thought
Was made for him, his pleasure-garden, and man,
The crawling worm, was made to find him sport),
Till the thousand lights of joy,—with pleasure fed,
That flickered day and night before his eyes,
With constant change of colours,—began to blur
His sight, and cloy his senses; till selfishness,
Like a horny growth, had spread all o'er his heart;
And pleasure meant to him no more than pain,—
Bereft of feeling; and life in sense,
So joyful, precious once, a rotting corps between his arms,
(Which he forsooth would shun, but more he tried, the more
It clung to him; and wished, with frenzied brain,
A thousand forms of death, but quailed before the charm).
Then sorrow came,—and Wealth and Power went—
And made him kinship find with the human race
In groans and tears, and though his friends w'd laugh
His lips would speak in grateful accents,
"O Blessed Misery!"

III

One born with healthy frame,—but not of will
That can resist emotions deep and strong,
Nor impulse throw, surcharged with potent strength,—
And just the sort that pass as good and kind,
Beheld that *he* was safe, whilst others long
And vain did struggle 'gainst the surging waves.
Till, morbid grown, his mind could see,—like flies
That seek the putrid part,—but what was bad.
Then Fortune smiled on him, and his foot slipped,
That ope'd his eyes for e'er and made him find

That stones and trees ne'er break the law,
But stones and trees remain ; that man alone
Is blest with power to fight and conquer Fate,
Transcending bounds and laws.
From him his passive nature fell, and life appeared
As broad and new, and broader newer grew,
Till light ahead began to break, and glimpse of That
Where Peace Eternal dwells,—yet one can only reach
By wading through the sea of struggles,—courage-giving
came.
Then, looking back on all that made him kin
To stocks and stones, and on to what the world
Had shunned him for, his fall, he blessed the fall,
And with a joyful heart, declared it
"Blessed Sin !"

KALI THE MOTHER.

The Stars are blotted out
The clouds are covering clouds,
It is darkness vibrant, sonant,
In the roaring, whirling wind,
Are the souls of a million lunatics,
Just loose from prison-house,
Wrenching trees by the roots
Sweeping all from the path.
The sea has joined the fray
And swirls up mountain waves,
To reach the pitching sky—
The flash of lurid light

Reveals on every side
A thousand, thousand shades
Of Death begrimed and black—
Scattering plagues and sorrows,
Dancing mad with joy.
Come, Mother, come,
For terror is Thy name,
Death is in Thy breath,
And every shaking step
Destroys a world for e'er,
Thou 'Time' the All-Destroyer.
Come, O Mother, Come.

Who dares misery love,
And hug the form of death
Enjoy destruction's dance,
To him the Mother comes.

Peace.

Behold, it comes in might,
The Power that is not power,
The light that is in darkness,
The shade in dazzling light.

It is joy that never spoke,
And grief unfelt, profound,
Immortal life unlived,
Eternal death unmourned.

It is not joy nor sorrow,
But that which is between,
It is not night nor morrow,
But that which joins them in.

It is sweet rest in music,
And pause in sacred art ;
The silence between speaking ;
Between two fits of passion.
It is the calm of heart.

It is beauty never loved,
And love that stands alone,
It is song that lives unsung,
And knowledge never known.

It is death between two lives,
And lull between two storms,
The void whence rose creation,
And that where it returns.

To it the tear drop goes,
To spread the smiling form.
It is the Goal of Life,
And Peace—its only home !